উন্নয়ন সমন্বয়

কেমন হল এবারের বাজেট?

বাজেট পর্যালোচনা ২০২২-২৩

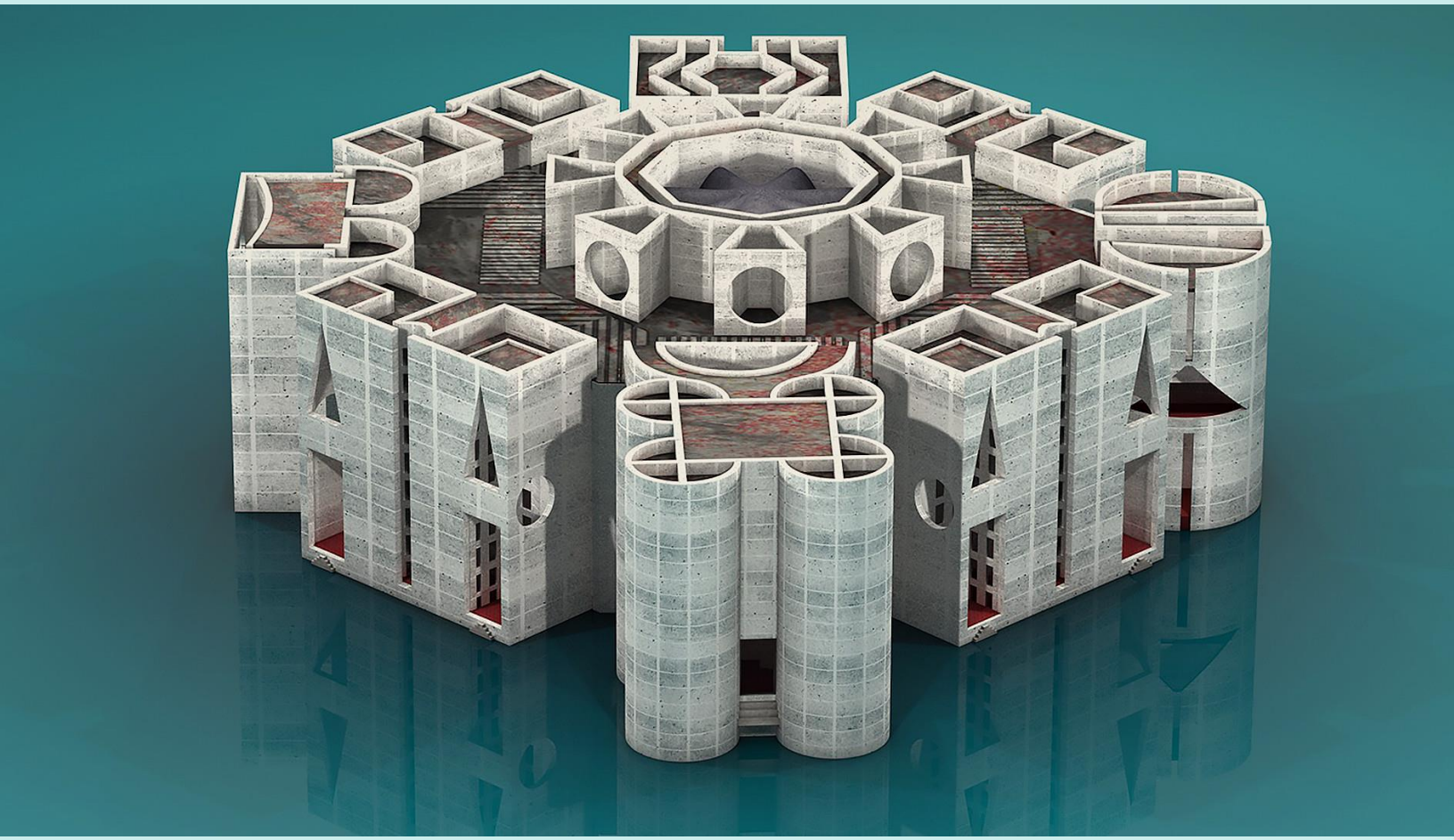

‘ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্প-ডেস্ক’ এবং ‘আমাদের সংসদ’ প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

আমাদের সংসদ

কেমন হল এবারের বাজেট?

বাজেট পর্যালোচনা ২০২২-২৩

‘ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্প-ডেস্ক’ এবং ‘আমাদের সংসদ’ প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

প্রকাশকাল: জুন, ২০২২

স্বত্ব: উন্নয়ন সমন্বয়

প্রকাশনা

উন্নয়ন সমন্বয়

২৫-২৭ (৫ম তলা), হ্যাপি রহমান প্লাজা,
কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +8802-58610624; 09639-494444,
হোয়াটসএ্যাপ: 01724- 832559
ই-মেইল: info@unsy.org

গত দুই-যুগের বেশি সময় ধরে উন্নয়ন সমন্বয় বাজেটকে গণমুখী করার জন্য জাতীয় বাজেটকে সহজভাবে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপনের পাশাপাশি বাজেটে মানুষের প্রত্যাশার জায়গাটাকে প্রশস্ত করেছে। এখন মানুষ জাতীয় বাজেটের আলোচনায় বা এই বিষয়ক বিভিন্ন সংলাপে নাগরিকরা নিজেদের দাবীর জায়গাগুলো এখন স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে। একইভাবে উন্নয়ন সমন্বয় সংসদের আইনপ্রণেতাদের জন্যও গত এক যুগ ধরে জাতীয় বাজেটে খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণসহ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করে আসছে। তাছাড়া মাননীয় সংসদ-সদস্যদের বাজেট বক্তৃতায় তথ্য ভিত্তিক ও বাজেট-কেন্দ্রিক আলোচনার জন্যও তাদেঁর বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। এই একই উদ্দেশ্যে এ বছরও 'কেমন হল এবারের বাজেট?' পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। শুধু তাই নয়, আমরা আশা করি, একবারে যারা সাধারণ মানুষ তারাও এ পুস্তিকাটি পড়ে বাজেট সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে সমর্থ হবেন। মানুষ বাজেট সম্পর্কে জানবেন ও বুঝবেন এবং বাজেটে যথাযথ বরাদ্দের বিষয়ে তাদের চাহিদার প্রতিফলন ও অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূচিপত্র

১. প্রেক্ষাপট ১

২. বাজেট ২০২১-২২: অভ্যন্তরীণ, সামষ্টিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ২

৩. বাজেটের সামগ্রিক দিক ৬

৪. বাজেটের আয়-ব্যয় ও ঘাটতি ৭

৪.১ রাজস্ব প্রস্তাব ৭

৪.২ ব্যয় ১৩

৪.৩ ঘাটতি অর্থায়ন ১৪

৫. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও খাতওয়ারী বরাদ্দ ১৫

৬. গুরুত্বপূর্ণ খাতের বাজেটে বরাদ্দের অবস্থা ১৭

কৃষি ১৭

শিক্ষা ১৮

স্বাস্থ্য ১৯

সামাজিক সুরক্ষা ২০

৭. বাজেটের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং উল্লেখযোগ্য দিক পর্যালোচনা ২২

৮. উপসংহার ২৪

সারণি তালিকা

সারণি ১: কতিপয় অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি ৫
সারণি ২: সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ আয় ও এর খাত (কোটি টাকায়) ৭
সারণি ৩: কোম্পানি করহার প্রস্তাব ১০
সারণি ৪: প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকায়).....১৪

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য মুদ্রস্ফীতির তুলনামূলক অবস্থা.....৩
চিত্র ২: বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ৪
চিত্র ৩: এক নজরে প্রস্তাবিত বাজেট ৬
চিত্র ৪: গত দশ বছরের প্রকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির হার..... ৮
চিত্র ৫: এনবিআরের প্রস্তাবিত বিভিন্ন করের অংশ ৯
চিত্র ৬: আয় ও মুনাফার ওপর কর এবং মূসক থেকে আয়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির অবস্থা ৯
চত্র ৭: বিগত অর্থবছরের এনবিআরের কর আদায়ের সক্ষমতা (%).....১১
চিত্র ৮: প্রস্তাবিত বাজেটের ব্যয়ের প্রধান প্রধান অংশ ১৩
চিত্র ৯: শতাংশের হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান খাতওয়ারী বরাদ্দ ১৬
চিত্র ১০: জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাস্তবায়ন হার (%) ১৭
চিত্র ১১: বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ ১৮
চিত্র ১২: শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ১৯
চিত্র ১৩: প্রস্তাবিতসহ বিগত পাঁচ বছরের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ ২০
চিত্র ১৪: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে করোনা অতিমারির জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন ২১

কেমন হল এবারের বাজেট?

বাজেট পর্যালোচনা ২০২২-২৩

১. প্রেক্ষাপট

বাজেট বিষয়ে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশই এখন সত্যিকার অর্থেই আগ্রহী। এই পরিবর্তন বিগত দুই যুগ ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই জাগরণ বাজেট প্রস্তাবের পূর্বে এবং পরে দুই সময়ই লক্ষ্য করা যায়। বাজেট ঘোষণার পূর্বে বাজেট কেমন হওয়া উচিত, অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, শিল্পের প্রসার ঘটাতে ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে শুল্কহারের কি পরিমার্জন হওয়া উচিত , সাধারন জনগণের কি কি চাহিদা রয়েছে ও বঞ্চিত মানুষের কোন কোন জায়গায় সহযোগিতা করতে হবে এসব আলোচনা ও পরামর্শমূলক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে বাজেট প্রস্তাবনার পর এর গঠনমূলক সমালোচনা এবং কোন কোন খাতে কি কি পরিবর্তন আনা উচিত- এ ব্যাপারে আলোচনা হয়ে থাকে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাশকৃত বাজেটে জনগণের চাহিদার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যা একটি সত্যিকার অর্থেই ইতিবাচক দিক। এক্ষেত্রে বাজেটের খুটিনাটিসহ বিভিন্ন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের পরিবেশ সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন এবং গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এমন একটি সংস্কৃতির বিকাশ সরকার জবাবদিহিতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়কে আরও স্পষ্ট করছে। তাই সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বাজেটের যুক্তযুক্ত বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীলতাই এই ধরনের একটি উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় বাজেট হল সরকারের সমানের একবছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব। পাশাপাশি এটি জনগনের মানসিক ভরসার দলিল। আভিধানিক অর্থে, জাতীয় রাজস্ব এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একটি প্রাক্কলনই হল জাতীয় বাজেট, যা সরকারে পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন অর্জনের বিবরণ তুলে ধরেন। এর সঙ্গে থাকে নতুন নতুন কিছু করের প্রস্তাব এবং সংস্থাপন ব্যয়ের একটি প্রতিবেদন এবং বার্ষিক উন্নয়নের জন্য ঘোষিত কর্মসূচির বরাদ্দ। অর্থাৎ, জাতীয় বাজেট হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পথে যৌক্তিক নীতিমালা অবলম্বনে পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং প্রগতির ধারাকে জাতীয় জীবনে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী যোগান দেয়ার প্রক্রিয়া।

৯ জুন ২০২২ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে । এবারের বাজেটটি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় অর্থবছরের বাজেট এবং পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র প্রায় ৫০ শতাংশ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার প্রান্তে প্রস্তাবিত বাজেট। অন্যদিকে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক আঘাতের ফলে সৃষ্ট হওয়া বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির বাস্তবতায় এই বাজেট পেশ করা হচ্ছে। তাই, এই প্রধান দুই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, দেশীয় মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি এবং রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়টি মাথায় রেখেই এবারের বাজেটের অর্থ সংগ্রহ এবং খরচের বিষয়টিকে গুরূত্ব দেয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) করোনা মহামারি মধ্যেও বছর শেষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.২৫ শতাংশ (সাময়িক হিসাব অনুযায়ী) যা লক্ষ্যমাত্রার

সাথে সংগতিপূর্ণ। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' রিপোর্ট অনুযায়ী স্বলমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশার ধাক্কা মধ্য-মেয়াদি বা দীর্ঘ-মেয়াদি মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেয়ার মত সম্ভাবনার পাশাপাশি গ্লোবাল রেকর্ড পরিমাণ ঋণের স্থিতি একটা আর্থিক চাপের দিক বিশ্ব অর্থনীতিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঐ রির্পোটের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২২ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ থাকবে বলে ধারণা করেছে। কিন্তু, এডিবি'র 'এশিয়ান ইকোনমিক আউটলুক ২০২২' রিপোর্টে এই সময়ের প্রবৃদ্ধি হার ৬.৯ শতাংশ থাকবে বলে আশা করেছে। যা বিবিএস-এর প্রাক্কলনের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট পর্যলোচনা 'কেমন হল এবারের বাজেট?' বিষয়ক পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছে। যেখানে বৈশ্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাজেটের আয়-ব্যয়, ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থসংস্থানের প্রসঙ্গ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও খাতওয়ারী বরাদ্দের সাথে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাবের একটি সহজবোধ্য বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে নাগরিক সমাজের সংগঠন, সাংবাদিক, সাধারণ জনগণ এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণ প্রয়োজনীয় তথ্যোদি বাজেট বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে পারে।

২. বাজেট ২০২১-২২: অভ্যন্তরীণ, সামষ্টিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বায়নের এ সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ততা যেমন সুবিধা তৈরি করছে তেমন অনেক নেতিবাচক প্রভাবও তৈরি করে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে নানাভাবে যুক্ত হচ্ছে আমাদের দেশীয় শিল্প এবং আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইনের সাথে যুক্ত হচ্ছে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা। বিগত দুই বছর করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে দেশব্যাপী লকডাউন এবং মানুষের কর্ম হারানোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক গতি মারাত্নকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যদিকে, স্বল্প সম্পদের এ দেশে বিদেশী বিনিয়োগে একধরনের মন্থর গতি দেখা গেলেও ২০২১ সালের শেষভাগে এসে বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করেছে। তবে, করোনাকালীন সময়ে রেমিটেন্সের প্রবাহে উর্ধ্বমূখী গতি এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালের শুরু দিক থেকেই সারা বিশ্ব জুড়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বিশেষত আমাদের রপ্তানির আয়ের মূল গন্তব্য ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় প্রভাব, আমাদের রপ্তানি আয়ের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। গত ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিটেন্সের প্রবাহ বেড়েছে ৩৬ শতাংশের বেশি। অথচ ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে চলতি অর্থবছরে (২০২১-২) প্রথম ১০ মাসে এই প্রবাহ কমেছে ১৬ শতাংশের চেয়ে বেশি। ফলে ডলারের চাপে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রার অবমূল্যায়ণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, ডলারের দাম বেশি পাওয়ার আশায় রপ্তানি বিলগুলো ব্যাংকে ক্যাশ

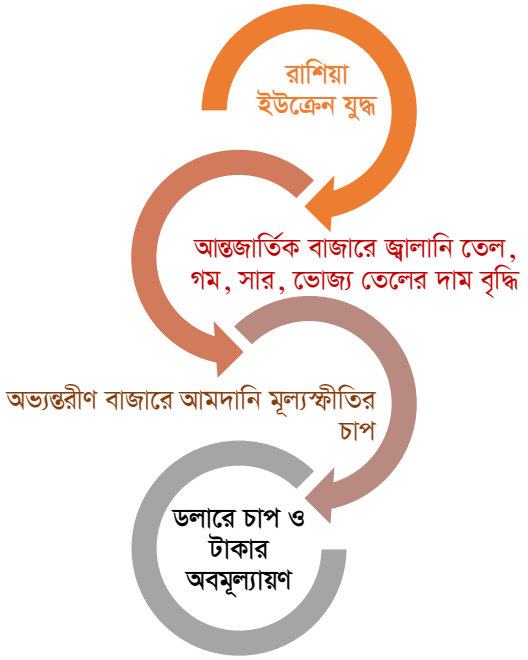

করছে না এবং আমদানির জন্য ডলারের চাহিদা মেটাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংকটে পড়ছে। আবার, করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের যে প্রবাহ শুরু হয়েছে সেখানে দেশীয় বাজারের মুদ্রাস্ফীতির চাপ এক ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

২০২২ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব জুড়ে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্যশষ্য ও কৃষিপণ্যের সরবরাহের উপর এক ধরনের প্রভাব পড়েছে। এছাড়া, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ইউরোপের বাজারে বিক্রি বন্ধ করায় গত ২০২১ সালের মার্চে থেকে ২০২২'র মার্চে এসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । ফলে, আর্ন্তজাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়কালীন দামে চলে আসছে। এই তেলের দামে অস্থিতিশীলতা সরকারের বিপিসি'তে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানো দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

চিত্র ১: দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য মুদ্রস্ফীতির তুলনামূলক অবস্থা

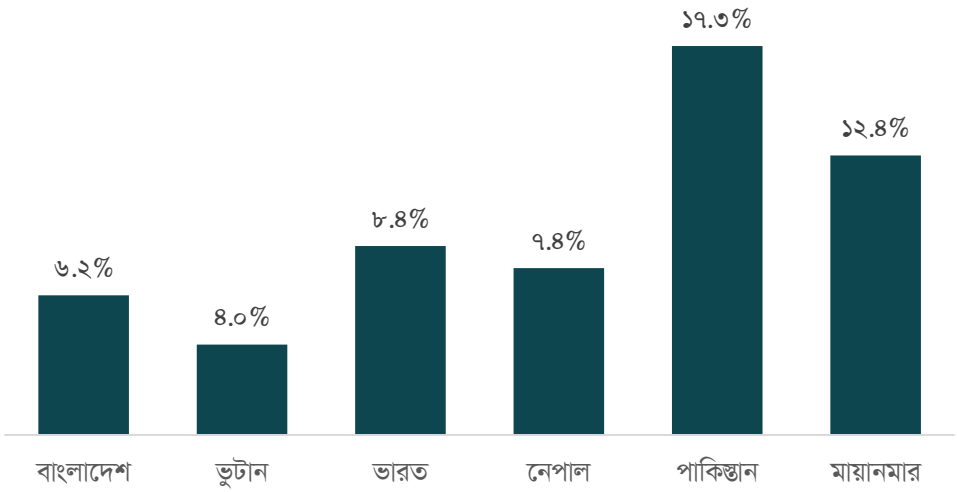

সূত্র: ট্রেডিং ইকোনোমিকস, ২০২২

World Economic Outlook 2022 এর এপ্রিলের প্রাক্কলন অনুযায়ী যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রবনতায় এক ধরনের ভাটা পড়বে এবং ২০২২ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমে হতে পারে ৩.৬ শতাংশ। মধ্যম-মেয়াদে অর্থাৎ ২০২৩ সালের পর প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩ শতাংশ মত থাকতে পারে বলে আশা করছে আইএমএফ। তবে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির চাপ উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম হলেও উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য এই চাপ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে ৮.৭ শতাংশের মত। ফলে আমাদের মত দেশ যেখানে মোট ভোগ ব্যয়ের প্রায় ৪৮ শতাংশই খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত হয় সেখানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। ভুটান বাদে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষিজ পণ্যের বাজার মূল্য বিশেষত ধান ও গমের দাম এই বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল সময়কালে যথাক্রমে প্রায় ১ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। ইউএসডিএ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট ৩৬.৩২

মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে এই বছর হাওড় এলাকায় ধান কাটার পূর্বেই ফ্ল্যাস-ফ্লাড হওয়ার কারণে আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান বোরো মৌসুমে কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে[১]। অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গম আমদানি বন্ধ রয়েছে এবং ভারতও সম্প্রতি গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে গম আমদানির জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন গম ভারতের কাছ থেকে আমদানি করবে, যদি আমাদের গমের চাহিদার মাত্র ১৩ শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে (মোট চাহিদা ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন)।

চিত্র ২: বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র

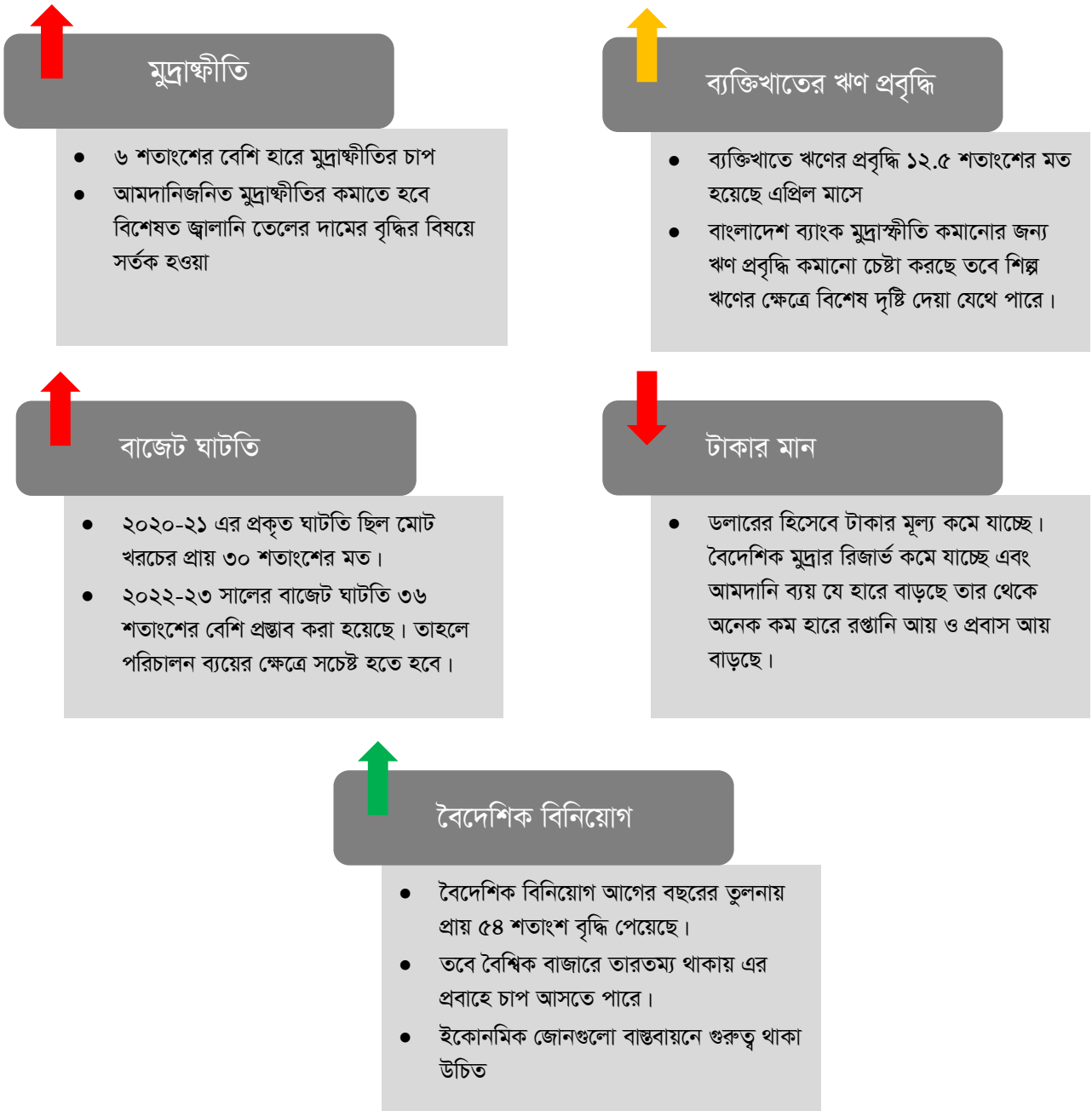

[1] https://www.tbsnews.net/economy/flash-flood-damages-5000-hectares-boro-crops-sunamganj-haors-400562

সারণি ১: কতিপয় অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	বিনিয়োগ (জিডিপির %)			আমদানি ব্যয় (বি.মা.ড.)	রপ্তানি আয় (বি.মা.ড.)	প্রবাস আয় (বি.মা.ড.)
		সরকারি	বেসরকারি	মোট			
২০১৬-১৭	৬.৫৯	৭.২৯	২৪.৯৪	৩০.৯	৪৩.৫	৩৪.০	১২.৮
২০১৭-১৮	৭.৩২	৬.৮৮	২৫.২৫	৩১.৮	৫৪.৫	৩৬.২	১৫.০
২০১৮-১৯	৭.৮৮	৬.৯৬	২৪.০২	৩২.২	৫৫.৪	৩৯.৩	১৬.৪
২০১৯-২০	৩.৪৫	৭.২৯	২৩.৭০	৩১.৩	৫৫.৬	৩৫.৬	১৮.২
২০২০-২১	৬.৯৪	৭.৩২	২৪.০৬	৩১.০	৬১.৬	৪০.১	২৪.৮
২০২১-২২	৭.২৫*	৭.৬২*	২৪.৮১*	৩১.৭*	৬৮.৭**	৪১.১**	১৭.৩**

সূত্র: বিবিএস ও বাজেট বক্তৃতা, *সাময়িক হিসাব, **এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত;
নোট: নতুন ভিত্তি বছর (২০১৫-১৬) অনুযায়ী জিডিপি'র এবং বিনিয়োগের চিত্র দেখানো হয়েছে।

গত অর্থবছরের তুলনায় এই বছর প্রথম ১০ মাসে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ । রপ্তানি মধ্যে মাছ, মসলা, ড্রাই ফুড, পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। তবে করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া হিসেবে কনস্যুমার গুড, পোশাক শিল্পের কাচাঁমাল, ফার্মাসিটিক্যাল পণ্যের আমদানি বেড়ে যাওয়াতে আমদানির খরচ আকস্মিকভাবে বেড়ে গেছে। অন্যদিকে প্রবাস আয় করোনাকালের থেকে মোট পরিমাণ হিসেবে অনেক কমে গেছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মূদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির খারাপ হওয়ায় এই চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি করোনার অভিঘাতের ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণের চেয়ে একটু কম হলেও আশা করা হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং প্রবাস আয় বাড়বে। তবে জিডিপির অংশ হিসেবে বিনিয়োগ গত পাচঁ বছর ধরে একই রকম রয়েছে। মোট বিনিয়োগের মধ্যে প্রাইভেট বিনিয়োগ ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে মধ্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৮.৫ শতাংশ, যার জন্য বিনিয়োগ জিডিপির শতাংশ হিসেবে প্রায় ৩৭ শতাংশ দরকার যেখানে প্রাইভেট বিনিয়োগ অবশ্যই ২৮ থেকে ২৯ শতাংশের মত হতে হবে। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, চলতি অর্থবছরে প্রথম দশ মাসে নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ (এফডিআই) আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের অংশ মোট রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের মাত্র ৫.৩ শতাংশ যা আন্তজার্তিক মান অনুযায়ী ২১ শতাংশ হলেও সমস্যা নেই। তবে মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ বাড়ায় এবং ডলারের সংকট তৈরি হওয়ায় বৈদেশিক ঋণ পাওয়া ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। তাই প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণে বিষয়টি নিয়ে সর্তক থাকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এইসব বৈশ্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এবারের বাজেটটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. বাজেটের সামগ্রিক দিক

বছরান্তে বাজেটের আকার ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটটি জিডিপির ১৫ শতাংশের হিসেবে মোট ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ের চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৪ শতাংশের একটু বেশি রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) সংশোধিত বাজেটের আকার ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) জিডিপির ৫.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে।

চিত্র ৩: এক নজরে প্রস্তাবিত বাজেট

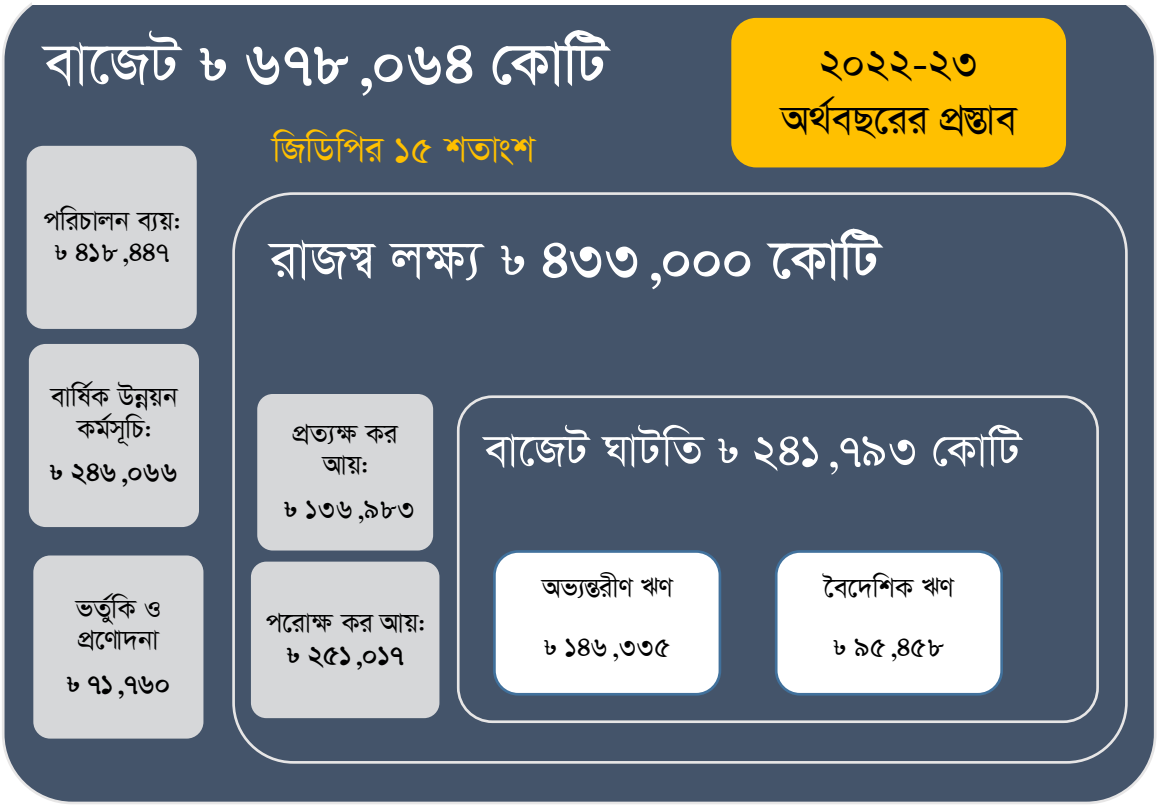

বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ মোট রাজস্ব আয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এনবিআর বর্হিভূত কর সংশোধিত ২০২১-২২ থেকে ২ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কর ব্যতীত রাজস্ব ধরা হয়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা।
- ✓ মোট পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ১১ হাজার ৪০৬ কোটি টাকা (যা প্রস্তাবিত বাজেটের প্রায় ৬২ শতাংশ) এবং উন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা।
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এটি প্রস্তাবিত বাজেটের তিন ভাগের এক অংশের বেশি (৩৬ শতাংশ)। মোট পরিমাণে এডিপি বাড়লেও শতাংশ হিসেবে বাজেটে কমে গেছে।

- ✓ অনুদান পাওয়া ভিত্তিতে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা যা জিডিপির ৫.৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসকে আবারও বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

৪. বাজেটের আয়-ব্যয় ও ঘাটতি

বাংলাদেশের বাজেট মূলত ঘাটতি বাজেটই হয়ে থাকে। বাজেটের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যথা- রাজস্ব প্রস্তাব, ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন । এই সর্ম্পকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে যে সকল পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৪.১ রাজস্ব প্রস্তাব

মোট রাজস্ব আয়ের তিনটি ভাগ- এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর, এনবিআর বর্হিভূত কর এবং কর ব্যতিত প্রাপ্তি। আর এই রাজস্বের সিংহভাগ আহরিত হয় এনবিআর নিয়ন্ত্রিত করে হতে।

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয়

সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ আয় গত দশকে (২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে) প্রতিবছর গড়ে বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সংশোধিত ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এনবিআর বর্হিভূত কর হতে ১৮ হাজার এবং করবর্হিভূত খাত থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সারণি ২: সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ আয় ও এর খাত (কোটি টাকায়)

	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২১-২২
	প্রস্তাবিত	সংশোধিত	মার্চ পর্যন্ত হিসাব
মোট অভ্যন্তরীণ আয়	৪৩৩,০০০	৩৮৯,০০০	২৭০,৬৩৯
এনবি আর নিয়ন্ত্রিত কর	৩৭০,০০০	৩৩০,০০০	২৩৯,৮৭৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৮,০০০	১৬,০০০	৪,৮৩০
কর ব্যতিত প্রাপ্তি	৪৫,০০০	৪৩,০০০	২৫,৯৩৩

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপ, অর্থ মন্ত্রনালয়

তবে চলতি (২০২১-২২) অর্থবছরে প্রথম নয় মাসের হিসেবে রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আহরণ হয়েছে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭০ শতাংশ এবং বাকি তিন মাসে ১ লক্ষ ১৮ কোটি টাকার বেশি আহরণ করতে হবে । তবে বিগত দশ বছরের আহরণের ধারা বিশ্লেষণে বলা যায় যে খুব বড় ধরণের পরিবর্তন না হলে, সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার মত আহরণ করা সম্ভব । যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ কম হবে বলে ধারণা করা যায়।

চিত্র ৪: গত দশ বছরের প্রকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির হার

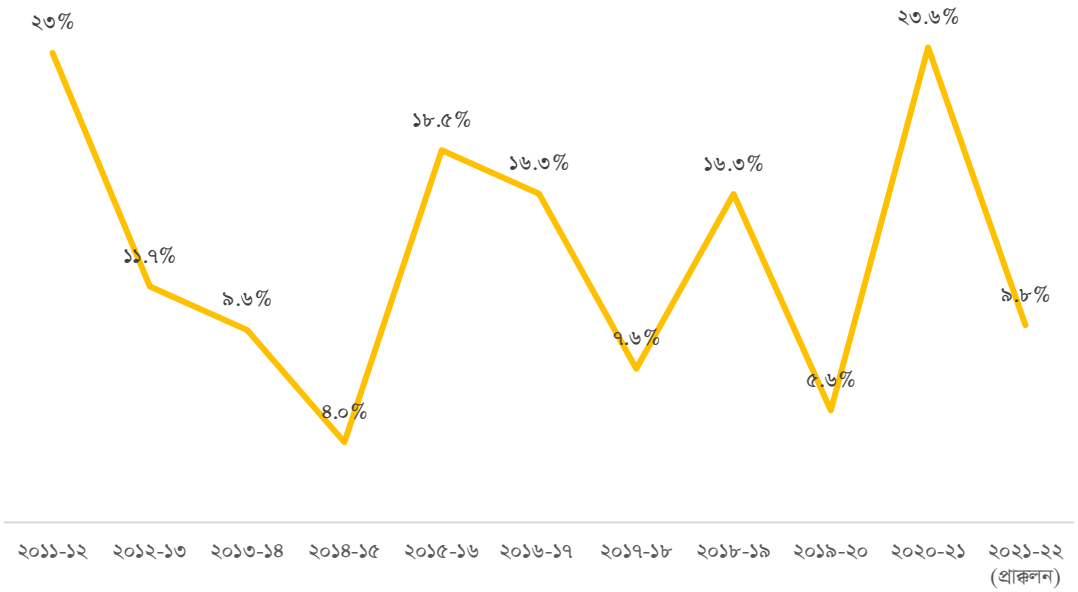

সূত্র: অর্থ মন্ত্রনালয়ের বাজেট সার-সংক্ষেপের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে

বিগত দশ বছরের রাজস্ব আহরণের চিত্র বলছে, রাজস্ব বৃদ্ধির হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের পর ২০১৯-২০ অর্থবছরেরই সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে, এক্ষেত্রে করোনা অভিঘাতকেই দায়ী করা যেতে পারে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১১-১২ অর্থবছরের মত। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ধারা বলছে যে, গত বছরের ন্যায় এই প্রবৃদ্ধি এইবার অর্জন হবে না। অপরদিকে, মুদ্রাস্ফীতি চাপের কারণে মানুষের ভোগব্যয় সংকুচিত হলে কর আহরণে বেশ প্রভাব পড়বে বলে মনে হচ্ছে।

ক. এনবিআরের রাজস্ব আয়

মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে সিংহভাগই আসে এনবিআরের নিয়ন্ত্রিত কর থেকে (প্রস্তাবিত বাজেটে ৮৫ শতাংশ)। আসন্ন বাজেটের এই করের প্রস্তাব সংশোধিত ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত আদায় হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার মত যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৩ শতাংশ। অর্থাৎ বাকি তিনমাসে চলতি অর্থবছরের প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে, যা বিগত বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্জন বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠিন হতে পারে। তবে চলতি বছরে গত বছরের থেকে শতাংশ প্রথম নয় মাসে বেশি কর আহরণ করেছে।

গত দশ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত গড়ে ১০ শতাংশের আশে-পাশেই রয়েছে। অর্থাৎ কর আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও এখনও কর-জিডিপি অনুপাত আশানুরূপ বাড়ছে না, তাই সরকারের ভবিষ্যত বিনিয়োগের অংশ বাড়িয়ে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিস্থিতি তৈরি করার চ্যালেঞ্জ নেয়ার সক্ষমতা তৈরি করতে হলে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনবোধে লোকবল বাড়িয়ে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তাদের করের আওতা বাড়াতে হবে।

এনবিআর-এর কর আওতার মধ্যে আয়কর ও মুনাফা কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পুরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক ইত্যাদি প্রধান আয় খাতের সবগুলোই প্রস্তাবিত বাজেটে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে বাড়ানো হয়েছে।

চিত্র ৫: এনবিআরের প্রস্তাবিত বিভিন্ন করের অংশ

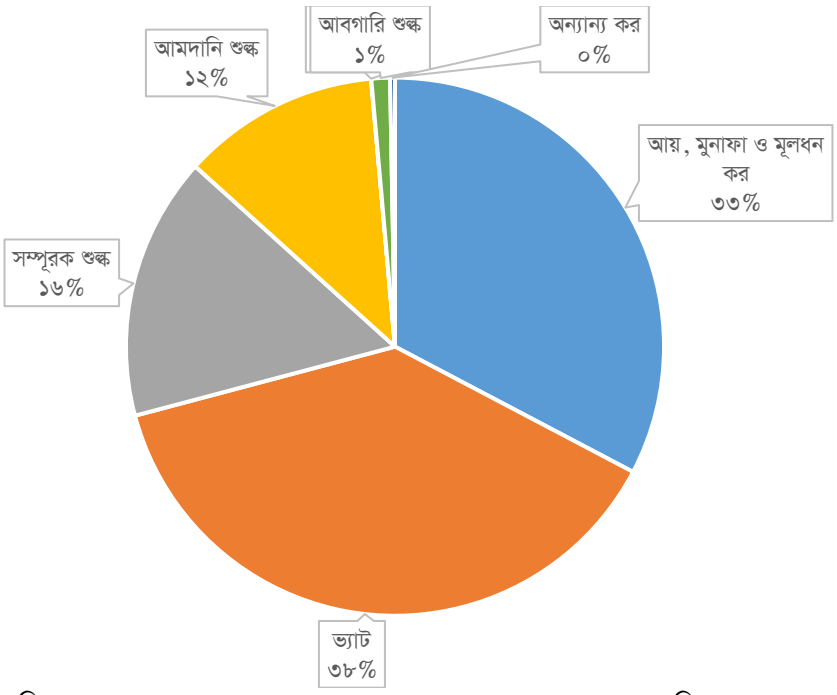

চিত্র ৬: আয় ও মুনাফার ওপর কর এবং মূসক থেকে আয়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির অবস্থা

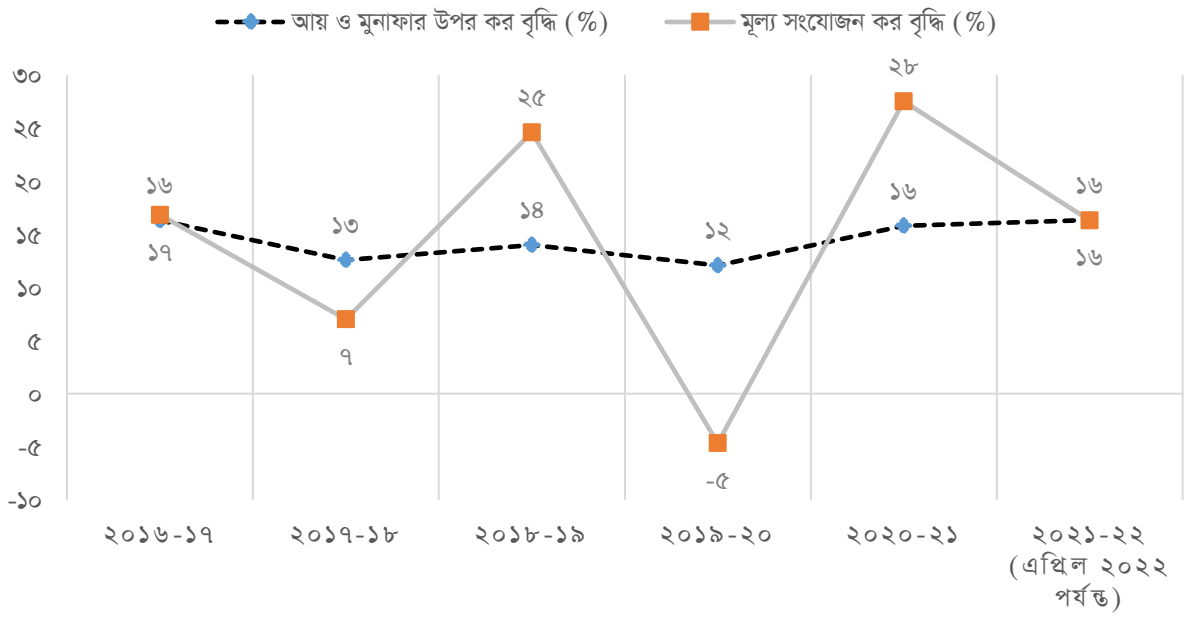

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপে ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

আয়কর ও মুনাফার কর একটি প্রতক্ষ্য কর। বর্তমানে এনবিআর কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বে আয়করের অবদান প্রায় ৩৩ ভাগ। সাম্প্রতি বছরসমূহে করোনা অতিমারি দূর্যোগের মাঝেও আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ২৩ শতাংশের মত। এটা একটা ইতিবাচক দিক। প্রস্তাবিত বাজেটে আয়কর ও মুনাফা জাতীয় কর থেকে লক্ষ্য নির্ধারণ কর হয়েছে ১ লক্ষ ২১ হাজার ২০ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন থেকে ১৫,৬৯৬ কোটি টাকা বেশি। দেখা যাচ্ছে যে আয়কর ও মুনাফা জাতীয় কর বৃদ্ধির হার গত দুই বছর করোনাকালে (২০২০-২১ ও ২০২১-২২ এপ্রিল পর্যন্ত) ক্রমান্বয়ে বেড়েছে গড়ে ১৬ শতাংশ। এটি মূলত করোনা পরবর্তি অর্থনীতি ঘুড়ে দাঁড়ানোর চিত্র চোখে পড়ছে। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন করও করোনার সময়কালে (২০১৯-২০) পূর্বের বছরের তুলনায় যেভাবে কমে গিয়েছিলো পরবর্তি বছরে (২০২০-২১ ও ২০২১-২২ এপ্রিল পর্যন্ত) তা প্রায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৩: কোম্পানি করহার প্রস্তাব

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২১-২২	প্রস্তাবিত ২০২২-২৩
	করহার কমানো হয়েছে	
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২২.৫%	২২%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	৩০%	২৭.৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২৫%	২৭.৫%
ব্যক্তি-সংঘের করহার	৩০%	২৭.৫%
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্য সত্তার করহার	৩০%	২৭.৫%
	করহার অপরিবর্তিত রয়েছে	
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	৩৭.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরুপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	৪০%
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৩৭.৫%
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানী	৪৫% (+) ২.৫% সারচার্জ	৪৫% (+) ২.৫% সারচার্জ
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	৪০%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	৪৫%

প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তি আয়করের সর্বনিম্ন সীমা ৩ লক্ষ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী যা রাজস্ব আহরণের কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে । অন্যদিকে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী, পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি, এক ব্যক্তি কোম্পানি, ব্যক্তি-সংঘের করহার ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্য সত্তার করহার কমানো হয়েছে। তবে পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত), পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরুপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানী, পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি, পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কর হার অপরিবর্তিত রয়েছে (সারণি ৪)। মূলত: কোম্পানি কর হার কোন ক্ষেত্রেই বাড়ানো হয়নি। এটি করোনা পরবর্তী ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে বলে ধারণা করা যায়।

এবারের বাজেটে করপোরেট কর হার কমানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের যে শর্তগুলো জুড়ে দেয়া হয়েছে তা পালন করার পর কোম্পানিগুলো কর ছাড় পাবে এবং একই সঙ্গে অর্থনীতিও আরও সচল হবে। মাথায় রাখতে হবে আমাদের জিএসপি সুবিধা শেষ হয়ে গেলে অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারি কোম্পানি বাড়তি সুবিধা না পেলে চলে যেতে পারে। তাদের ধরে রাখার জন্যও এই কর ছাড় নতুন প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে।

মুল্য সংযোজন কর (মূসক) মূলত একটি পরোক্ষ কর। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে মূসক এনবিআর করের প্রায় ৩৮ শতাংশ ধরা হয়েছে। ২০২১-২২ প্রস্তাবিত বাজেটে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ১৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা চলতি বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন থেকে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। উল্লেখ্য যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে সংশোধিত বরাদ্দে প্রায় ৭২ শতাংশ আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এনবিআরের পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়ানো উচিত যাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে কর দিতে পারে। পরোক্ষ করের ফলে ধনী-গরীব সকলের উপর সমানভাবে কর ভার আরোপিত হয়, ফলে চলমান মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের উপর ভ্যাট নিরুপণের ক্ষেত্রে একটু কৌশলী হতে হবে যাতে করে সাধারণ মানুষের উপর চাপ কমে আসে।

এনবিআরের কর আদায়ের সক্ষমতা

আয় ও মুনাফার উপর কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং আমদানি শুল্ক -এ চারটি উৎস থেকে এনবিআর নিয়ন্ত্রিত রাজস্বের সিংহভাগ আদায় হয়। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আস্থা ফিলে আসায় এবারের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেশি প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর আদায় হয়েছিল সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৩ শতাংশ যেখানে করোনার অভিঘাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তা দাড়িঁয়েছে ৭২ শতাংশের মত কিন্তু ২০২১-২২ সালে এসে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ। তবে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে কর আহরণের পদ্ধতিকে সহজ করাসহ মানুষকে কর দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। যেহেতু পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় নিয়মিত বাড়ছে এবং রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাড়ছে না, তাই ঘাটতি বাজেটের চাপ কমাতে হলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটা পরিকল্পনা দরকার যাতে করে এর সুফল ভবিষ্যতে পাওয়া যায়।

চত্র ৭: বিগত অর্থবছরের এনবিআরের কর আদায়ের সক্ষমতা (%)

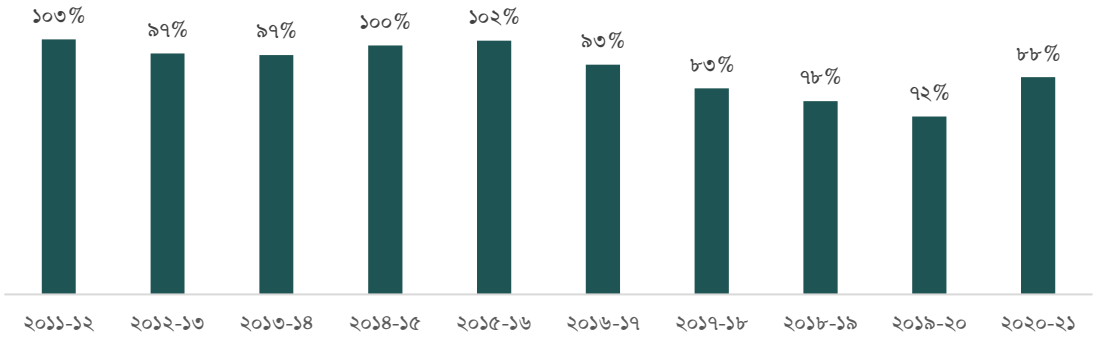

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপ, ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২

খ. এনবিআর বহির্ভূত করসমূহ

চলতি বাজেটের ন্যায় এবারের প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২ এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২ হাজার কোটি টাকা বেশি প্রস্তাব করা হয়েছে। এনবিআর বর্হিভূত করের মধ্যে সিংহভাগ (৭৭ শতাংশ) আসবে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয় হতে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভূমি কর (প্রায় ১২ শতাংশ)। মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ এই খাত থেকে আসবে।

গ. কর ব্যতিত প্রাপ্তি

আগের মত সরকার ১০টি খাত থেকে এই আয় সংগ্রহের প্রস্তাব করেছে। যার মধ্যে প্রশাসনিক ফি, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, অবাণিজ্যিক বিক্রয় এবং কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি থেকে বেশির ভাগ আদায় হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে কর ব্যতীত প্রাপ্তি সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ১০ শতাংশের মত। ২০২২-২৩ প্রস্তাবিত বাজেটেও এই কর ব্যতিত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নিধার্রণ করা হয়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা । কর ব্যতীত প্রাপ্তির মধ্যে সুদ বাবদ সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রস্তাবে রাখা হয়েছে।

ঘ. উল্লেখ্যযোগ্য কিছু কর প্রস্তাব

কর্পোরেট করহার হ্রাস করার পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় কর অব্যাহতির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পে উৎপাদন বাড়নোর জন্য নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং পোল্ট্রি খাদ্য প্রস্তুতে Wheat Gluten এর আমদানি শুল্ক কামানো হয়েছে। মৎস্য, পোল্টি, ও ডেইরি খাতের উন্নয়নের জন্য আরো তিনটি উপকরনের ক্ষেত্রে কর রেয়াতি সুবিধা বর্ধিত করা হয়েছে। কৃষিকাজে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন সুবিধা দেয়ার জন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষিকার্যে ব্যবহৃত কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, বালাইনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া দুটি কৃষি যন্ত্রপাতি কমবাইন হারবেস্টার-থেসার ও অন্যান্য থেসার মেশিনের কর রেয়ারি সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।

নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Textile Grade Pet Chips উৎপাদনের লক্ষ্যে উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত Terephthalic Acid ও Ethylene Glycol এর আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা রপ্তানিমূখী বস্ত্র শিল্পকে আরো সুবিধা দিবে এবং উৎপাদন খরচ কমবে।

দেশে ভারী শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে মোটর কার ও মোটর ভেহিক্যালের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যায়ভেদে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা ৩০জুন, ২০৩০ পর্যন্ত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ভারী শিল্পে কর্মসংস্থান সহায়ক পরিবেশও সৃষ্টি করার জন্য ভূমিকা পালন করবে।

এবছরও সিগারেটের মত বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির কর হার ৪৫ শতাংশতে বহাল পাশাপাশি ২.৫ শতাংশ সারচার্জ রাখা হয়েছে। ধুমপানে নিরুৎসাহিত করার জন্য ১০ শলাকার প্রত্যেক সেগমেন্টের সিগারেটের উপর সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য বাড়ানো হয়েছে কিন্তু ফিটারবিহীন ও ফিল্টার যুক্ত বিড়ি, গুল ও জর্ডার দাম বাড়ানো হয়নি।

৪.২ ব্যয়

প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কাটি টাকা (জিডিপির ১৫ শতাংশ), যা ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ১৪ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩-এর প্রস্তাবিত পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা (১২ শতাংশের বেশি) বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের মোট বরাদ্দের মধ্যে পরিচালন ব্যয় বাবদ প্রায় ৬১ শতাংশ ধরা হয়েছে। পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যেই সামাজিক সুরক্ষাখাতের সকল ভাতা, বৃত্তি এবং কর্মসূচিগুলো অন্তভুক্ত থাকে। মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকার মত ব্যয় হবে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক সুদ পরিশোধে।

চিত্র ৮: প্রস্তাবিত বাজেটের ব্যয়ের প্রধান প্রধান অংশ

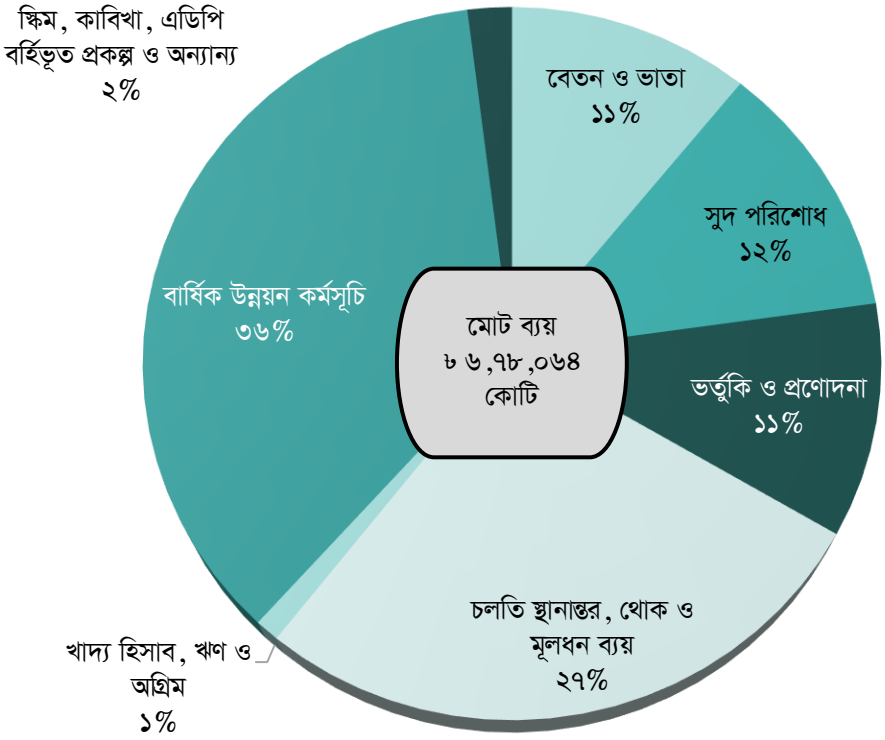

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়

অন্যদিকে, মোট ব্যয়ের ৩৬ শতাংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা টাকার অংকে ২ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকার একটু বেশি। চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ১৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তবে ২০২১ সালে মার্চ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ছাড় করা হয়েছে ৬১ হাজার কোটি টাকার কম, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের ৩০ শতাংশের কম। অর্থাৎ শেষ তিন মাসে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার মত ব্যয় করতে হবে। এডিপি'র বাস্তবায়নের হার বাড়াতে হলে বরাদ্দ প্রাক্কলনের পাশাপাশি নিশ্চিত অর্থায়নের দিকেও বেশি জোর দিতে হবে।

খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজনে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং এইখাতে প্রায় ১৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা খাতকে তৃতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। করোনা পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া সহজ করা তথা কর্মসংস্থান বান্ধব বিনিয়োগের জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনার খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অতিমারি পরবর্তী স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য খাতে চলতি অর্থবছরের মতই বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। তবে, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে চলতি বছরের চেয়ে শতাংশ হারে বরাদ্দ প্রস্তাব কমে গিয়ে হয়েছে ৪.৯ শতাংশ।

৪.৩ ঘাটতি অর্থায়ন

সরকারের আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হলেই ঘাটতি বাজেট হয়। অতীতে ঘাটতি বাজেটকে অনেক সরকারের দুর্বলতা, ব্যর্থতা বা অদূরদর্শিতা হিসেবে মান করা হত। তবে এখন অর্থনীতিবিদরা জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো, অলস পড়ে থাকা সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল রাখার জন্য ঘাটতি বাজেটের রীতিকে সর্মথন করে থাকেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি (অনুদান বাদে) ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি যা জিডিপির প্রায় ৫.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত থেকে প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি ২০ শতাংশ বেশি ধরা হয়েছে। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার ঋণ করতে পারে দেশের বাইরের উৎস থেকে, আর দেশের ভেতরের উৎস থেকে। গত এক দশক ধরে বাইরের উৎসের চেয়ে, ভেতরের উৎসের ওপরই বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। তবে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির কারণে ক্রমশই বৈদেশিক উৎস ঋণ সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে, চলমান বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও অভ্যন্তরীণ ডলার সংকটের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ সুবিধা ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে একান্ত প্রয়োজন।

সারণি ৪: প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকায়)

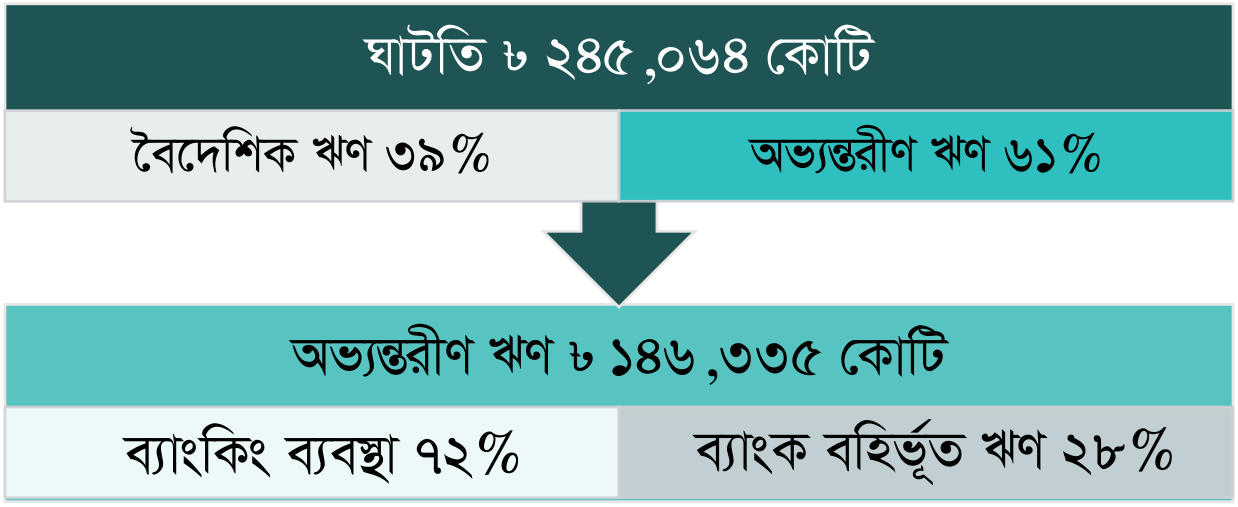

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়

বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় সাড়ে ৯৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারন করা হয়েছে (অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ)। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা এবং ব্যাংক বর্হিভূত ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৪০ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য, চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত থেকে প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যাংক বর্হিভূত উৎস থেকে কম প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে ব্যাংকিং খাত থেকে অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহ করলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে চাহিদা মতো ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু করোনা পরবর্তী প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ সেই ভাবে চাঙ্গা না হওয়ার প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে হলে সরকারের উচিত বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করা।

৫. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও খাতওয়ারী বরাদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হলো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল। এটি মূলত উন্নয়ন ব্যয়ের একটি অংশ । এটিকে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের দলিল বলা হয়ে থাকে। এবারের বাজেটে এডিপি ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ১৭ শতাংশের বেশি ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মোট বাজেটের ৩৬ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১৫টি সেক্টরের মোট ৫৮ টি বিভাগ/মন্ত্রনালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকুলে মোট ২ লাখ ৪১ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা এবং ১০ টি উন্নয়ন সহায়তা খাতে ৪,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ছলতি বছরের ন্যায় ১৫ টি সেক্টরের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতকে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত।

- ✓ প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানব সম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট খাত) খাতে ২৯ শতাংশ, সার্বিক কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে (কৃষি, পানি সম্পদ, স্থানীয় সরকার, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২২ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে ১১ শতাংশ, যোগাযোগ অবকাঠামো (সড়ক, রেল, সেতু ও যোগযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৮ শতাংশ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত বাজেটে মানব সম্পদে প্রকল্প বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭২ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা যা ২০২১-২২'র সংশোধিত বাজেট থেকে প্রায় ২৩ শতাংশ বেড়েছে; স্বাস্থ্যখাতে ১৯ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষাখাতে ২৯ হাজার ৮১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
- ✓ যোগাযোগ অবকাঠামোতে বিভিন্ন প্রকল্পে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট এডিপির ২৮ শতাংশ। এইখাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০২১-২২'র সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ২৬ শতাংশ বেশি প্রস্তাব করা হয়েছে। পদ্মা সেতুসহ রেলসংযোগের এই খাতে বরাদ্দ বেড়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত বাজেটে জ্বালানি অবকাঠামো খাতের প্রকল্প বরাদ্দ ২০২১-২২'র সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় ৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই খাতে মোট প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য প্রকল্প এইখাতের অর্ন্তভুক্ত। মোট এডিপি'র ১১ শতাংশের মত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- ✓ চলমান বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দে থেকে ৮ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষিখাতে নতুন ৬ টি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে মোট ৫৩ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

চিত্র ৯: শতাংশের হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান খাতওয়ারী বরাদ্দ

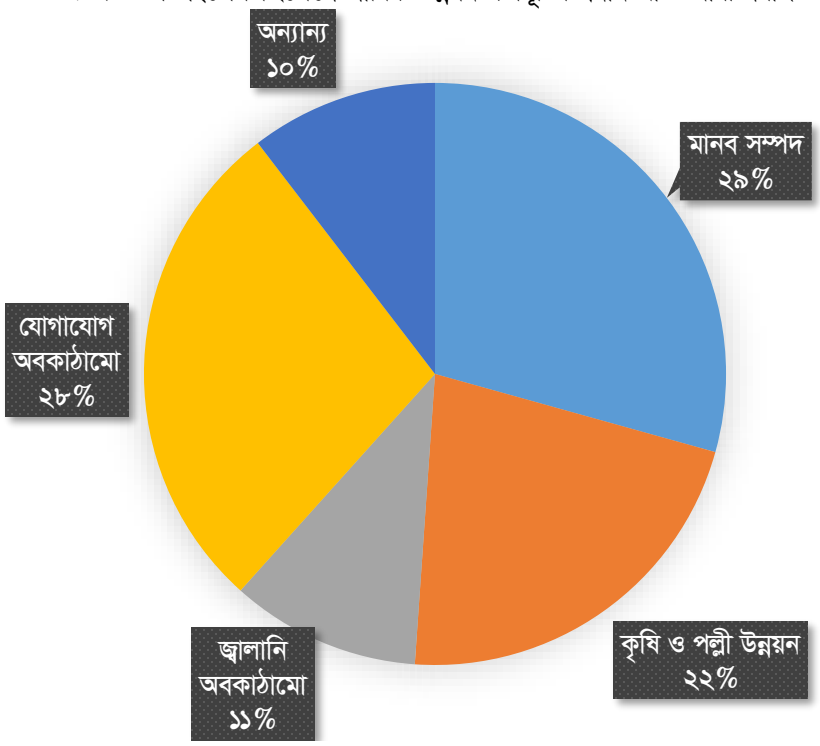

সূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২-২৩

প্রস্তাবিত এডিপি'তে প্রকল্পের সংখ্যা ১৪৪১ টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১২৫০টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা ১০৬টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৫ টি প্রকল্প। এখানে মোট প্রকল্পের মধ্যে ২৯৫ টি প্রকল্প বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত। এছাড়া প্রস্তাবিত অর্থবছরে এডিপিতে মোট ৪৪ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে।

এবারের এডিপিতে থাকা প্রকল্পগুলোর ৩৮ শতাংশ অর্থায়ন করা হবে বৈদেশিক সাহায্য হতে আর বাকিটা হবে নিজস্ব অর্থায়নের উপর । এডিপিতে যেহেতু নিজস্ব অর্থায়ন তুলনামূলক বেশি তাই রাজস্ব আয় তড়ান্বিত করতে না পারলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন হবে। কারণ এডিপি বাস্তবায়ন প্রতি বছরই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়না। আর বরাদ্দ বাড়লেও অনেক প্রকল্প সঠিক সময়ে অর্থের অভাবে ঝুলে থাকে। তবে মোট প্রকল্পের সংখ্যা আগের থেকে কমে গেছে, ফলে কার্যকর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব বাড়ছে।

চিত্র ১০: জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাস্তবায়ন হার (%)

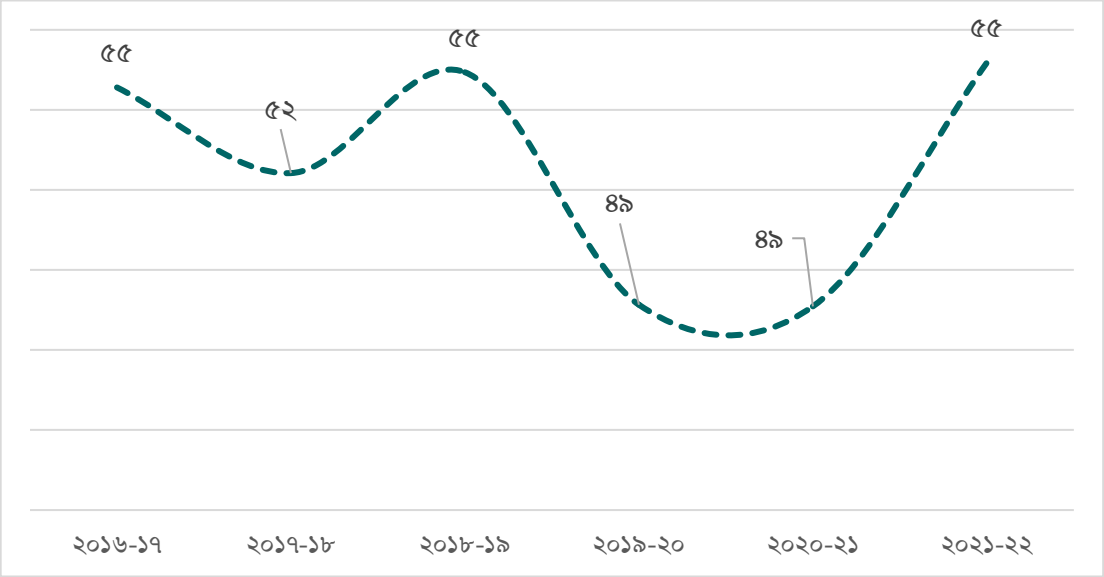

তথ্যসূত্র: মাসিক ভিত্তিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-এপ্রিল, ২০২২), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়

পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের বাজেট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের ৫৫ শতাংশের একটু বেশি ছাড় করা গেছে। গত বছরও ৫০ শতাংশের নিচে ছিল। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার কারণেই হার একটু বেড়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদের এডিপির বরাদ্দের ব্যয় হার ৩০ শতাংশের নিচে। তবে, বরাদ্দ ছাড়ের সক্ষমতার বিচারে এই হার খুবই কম। মোট এডিপি ব্যয়ের হার অবশ্যই ৯০ শতাংশ হওয়া উচিত।

৬. গুরুত্বপূর্ণ খাতের বাজেটে বরাদ্দের অবস্থা

কৃষি

- এবারের বাজেটের সবোর্চ্চ খাতওয়ারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের অবস্থান ষষ্ঠ। আগামী অর্থবছরের বাজেটে কৃষিখাতে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে মোট ৪২ হাজার ১০৮ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। টাকার অংকে বিগদ পাঁচ বছরের কৃষিখাতের বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়েছে, যেখানে মোট বাজেট দ্বিগুণের কম বেড়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এ খাতে পাচঁটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় মোট ৩২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। পরে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ ৩ হাজার ৬১ কোটি টাকা বেড়ে হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকার একটু কম।
- বরারের মত এই বছরও কৃষিখাতে ভর্তুকি অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। এই বছর কৃষিখাতে সর্বোচ্চ ভতুর্কি হয়েছে। কৃষিখাতে আগামী বছরের জন্য ভতুকি রাখা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা।
- সরকার কৃষকের কাছ থেকে এই বছর মোট ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন চল সংগ্রহ করবে এবং মোট ৩৩ মেট্রিক টন চাল বন্টন করবে। মূলত নিম্ন-আয়ের মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই চাল মুদ্রাস্ফীতির বাজারে সরবরাহের বিষয়টি উঠে আসছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সরকারের নিজস্ব খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য সক্ষমতা

বাড়নো উদ্দেশ্যে আগামী বছরের মধ্যে সরকারি গুদামজাতকরণ ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেট্রিকটনে বাড়ানো হবে তা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষিখাতের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪.১ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা। কৃষিতে সরকারের বিনিয়োগ কম মনে হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সরাসরি না হলেও কৃষিতে প্রভাব রাখে।

চিত্র ১১: বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ

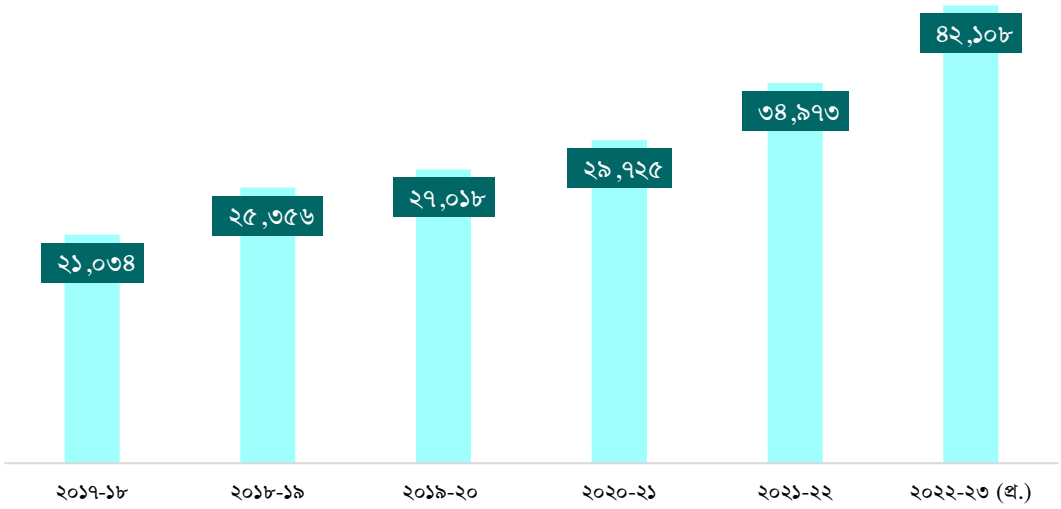

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ, অর্থ মন্ত্রণালয়

শিক্ষা

- একক খাত হিসেবে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। থাতওয়ারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর অবস্থান দ্বিতীয়। এটি মোট বাজেটের ১২ শতাংশ বেশি। এবছর প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ৮১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের থেকে প্রস্তাবিত বাজেটে বেড়েছে।
- শিক্ষাখাতের বাজেটের পরিচালন ব্যয় প্রায় ৬২ শতাংশ। এবারের বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাদ্দ পেয়েছে মোট শিক্ষাখাতে প্রায় ৫০ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ। সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাদ্দ তুলনামূলক ভাবে বেশি বৃদ্ধি করেছে।
- এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬,৩০০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে । ই-লানিং ব্যবস্থা চালু করার অংশ হিসেবে ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন এর মতো বহুমাত্রিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সিড মানি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাঁদের সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার উদ্যোগটি সত্যই প্রয়োজনীয়।

চিত্র ১২: শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ

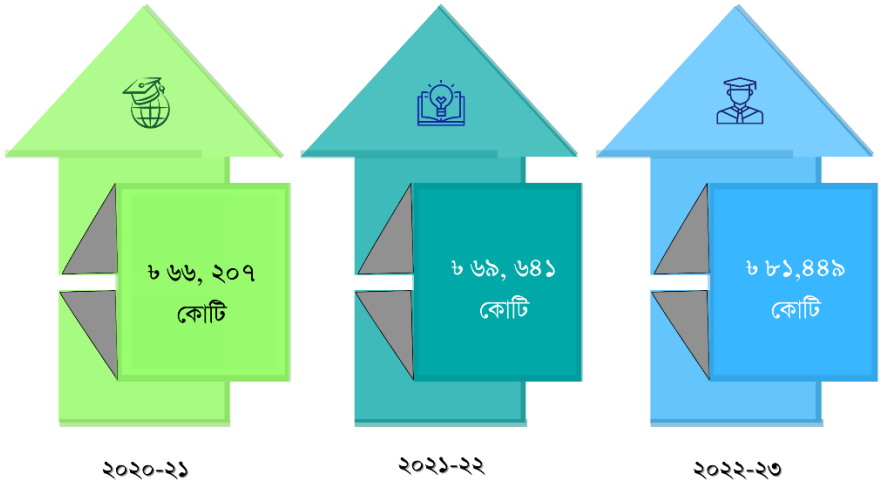

স্বাস্থ্য

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের সাড়ে ৫ শতাংশের কম। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত কয়েক অর্থবছরে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে তা বাড়েনি।
- চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে এডিপির বরাদ্দ ৫,৪৮১ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে)। স্বাস্থ্য সেক্টরকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP) সহ স্বাস্থ্য সেক্টরের অধীন স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় নতুন অননুমোদিত ৩৯ টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ২ টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ১৩: প্রস্তাবিতসহ বিগত পাঁচ বছরের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ

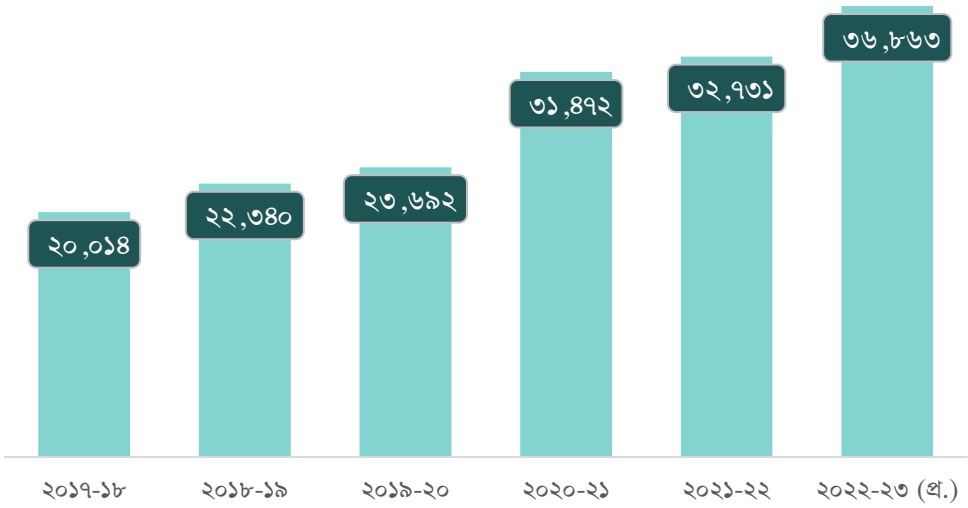

- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সফলতার সাথে দ্রুততম সময়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিলো। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০২২ মে মাস পর্যন্ত প্রায় ২৬ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করেছে। এছাড়াও করোনাজণিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য এই বছরও ৫০০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের কিছু প্রস্তাবও বিবেচনায় নিয়েছেন । এছাড়া সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা তহবিল এবং এর মাধ্যমে মৌলিক গবেষণার জন্য বিনিয়োগ কার্যক্রম ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজের হতদরিদ্র, দুঃস্থ, অনগ্রসর, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর সবচাইতে বেশি প্রভাব ফেলে। তাদের জীবন মান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিভিন্ন উপখাত যেমন, ভাতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, নারী ক্ষমতায়ন, সরাসরি কর্মসংস্থান এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন ও এর অন্তর্ভূক্ত। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ২৮,০৩৭ কোটি টাকা দেয়া হয় সরকারি কর্মকর্তাদের **পেনশনে**।

প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে মোট ১১৫ টি প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে ৪২ টি। নতুন উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে ৭ টি। সবমিলিয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা, যা বাজেটের ১৬.৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র অংশে ২.৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে মাত্র ২১০৯ কোটি টাকা বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বাজেট বরাদ্দে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বরাদ্দ ৮,৭৭০ কোটি টাকা এবং কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলার জন্য ১০,০৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা আছে। নিচের চিত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে করোনা অতিমারির জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১৪: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে করোনা অতিমারির জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন

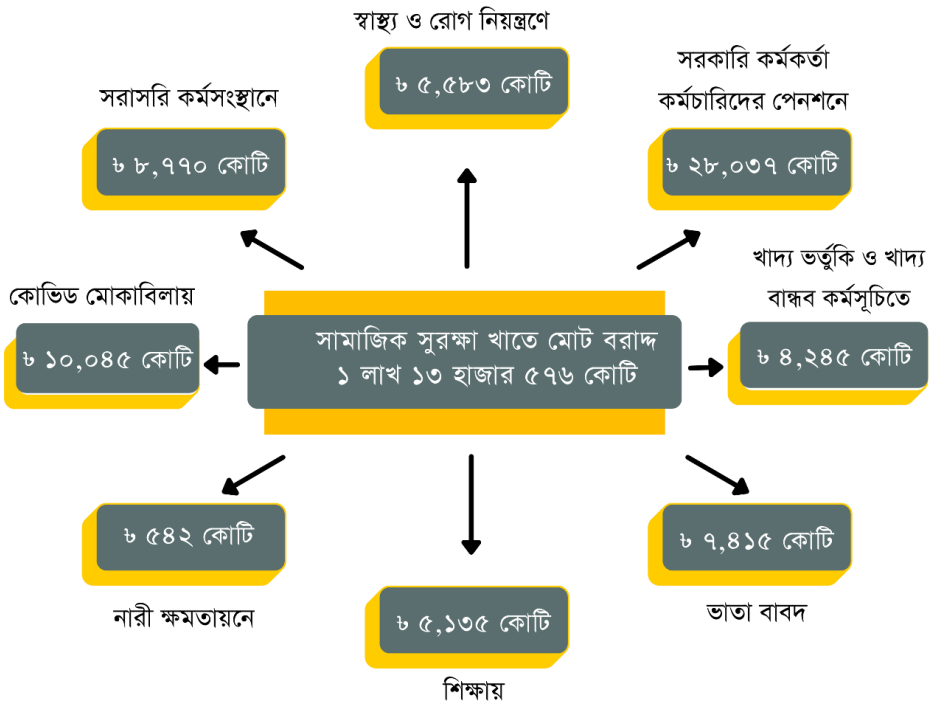

২০২২-২৩ অর্থবছরে জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়ানোর নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাসিক ভাতা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা কার হয়েছে এবং উপকারভোগী সাড়ে ৩ লাখের মত বাড়ানো হয়েছে।
- গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়ের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীর ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের 'কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা' এ কর্মসূচি দুটিকে সমন্বিত করে 'মা ও শিশু কর্মসূচি নামে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২ লাখ ৯ হাজার নতুন উপকারভোগীর এখানে যুক্ত হয়েছে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর আওতায় এক কোটি পরিবারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ। বাজেট এবং জিডিপির অংশ হিসেবে চলমান অর্থবছরের চেয়ে আসন্ন অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ কম হলেও বাজেট যেহতু প্রতিবছর ই বাড়ছে তাই বরাদ্দের দিক থেকে এটি চলমান অর্থবছরের থেকে আকারে প্রায় ৭ লাখ বেশি ।

৭. বাজেটের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং উল্লেখযোগ্য দিক পর্যালোচনা

- বাজেটের ব্যয়ের প্রায় ২২ শতাংশই আসবে অভ্যন্তরীণ ঋণ অর্থায়ণের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৬ থেকে ৭ বছর ধরেই বাজেটে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে এবং ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে ব্যাংকিং খাত থেকে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের উৎসগুলো থেকে ঋণ করার ক্ষেত্রে অনেক বাধ্যবাধকতা বেড়ে গেছে এবং স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও সুযোগ কমে গেছে। করোনা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার সুবিধা আরো সংকুচিত হবে। ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস অর্থাৎ ব্যাংকিং খাত এবং নন-ব্যাংকিং খাতের সঞ্চয়পত্র থেকে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়তে পারে। এত করে ব্যাক্তিখাতের বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ কমতে পারে । আবার মুদ্রাস্ফীতির চাপের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক রিপো রেট বাড়িয়ে দিয়েছে ফলে ব্যাংকগুলোর কস্ট অব ফান্ড বেড়ে যাবে । এবং যদি মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি খারাপ হয় তবে ব্যাংকিং খাতে সুদের হারে উর্দ্ধমুখী পরিবর্তন আসতে পারে । সেক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় সংকুচিত হতে পারে।
- বড় বাজেটের ক্ষেত্রে সবসময়ই যে চ্যালেঞ্জটা লক্ষনীয় তা হল বরাদ্দের বাস্তবায়নের সক্ষমতা। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রথম ৯ মাসে খরচ হয়েছে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫ শতাংশ কিন্তু উন্নয়ন ব্যয়ে ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে খরচ হয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশ। কিন্তু ২০২০-২১ সালে প্রকৃত হিসাবে দেখা যায় যে আমরা ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার মত উন্নয়ন ব্যয় করতে পেরেছি। ফলে এই বছরের পরিচালন ব্যয় মিটিয়ে বাড়তি রাজস্ব আহরণ করতে না পারলে উন্নয়ন ব্যয় প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা কমতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই বাজেটে আয় বৃদ্ধির জন্য মানুষের আয় জন্য যেমন কর্মসংস্থান বান্ধব উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে তেমনি রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে মানুষকে প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- করোনার প্রভাব মাথায় রেখে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো জন্য এই বাজেটে বেশ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়েছে, যা খুবই সময়োপযোগী। এতে করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ আগ্রহসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে ট্যাক্স কমিয়েছে সেখানে ব্যাংকিং চ্যানেলে বিনিয়োগ না করলে বা ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন না করলে ২.৫ শতাংশ করহার হ্রাসের সুবিধা যে পাবে না সেই বিষয়টা ইতিবাচক হলেও এক্ষেত্রে কর আহরণে কিছুটা বাধা তৈরি হতে পারে। শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উৎপাদনকারীদের নিকট কাঁচামাল সরবরাহের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করার প্রস্তাব দেশের শিল্পের প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- অন্যদিকে, ব্যক্তি আয়করের সীমা চলতি অর্থবছরের ন্যায় একই রাখা হয়েছে কিন্তু খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ব্যয়ের উপর যে প্রভাব পড়বে সেই চিন্তা মাথায় রেখে কর আয় সীমা বাড়ানো যেত। যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যক্ষ করের অংশ বাড়ানো জন্য হয়তবা এই কর সীমা কমানো হয়নি।
- সরকার রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠালে ইনসেনটিভ ২ শতাংশের পরিবর্তে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ বাড়তে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- চলতি বছরে কৃষি ভর্তুকি ১০ হাজার কোটি টাকা প্রস্তাবিত হলেও সংশোধিত বাজেটে দেখা গেছে এটি বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা। আসন্ন অর্থবছরে আরও বেড়ে হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। অর্থনীতির রক্ষাকবচ হিসেবে করোনাজনিত অচলাবস্থায় কৃষি যে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়ে

বাজেটপ্রণেতারা সচেতন আছেন বলেই বরাদ্দের এমন প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। তবে জ্বালানি, সার ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং আমদানি করা খাদ্যপণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর যে লক্ষ্য রয়েছে সে বিবেচনায় ভর্তুকি আরেকটু বাড়ানো যেত বলে মনে হয়। ফল-সব্জি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ডেইরি ব্যবসায় দেয়া দশ বছরের ট্যাক্সব্রেক এবং মাছ চাষে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর কর ছাড় দেয়ার প্রস্তাবও খাদ্য মূল্যস্ফীতির এ সময়ে আশাজাগানিয়া সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে। হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খাবার তৈরির উপকরণেও করছাড়ের প্রস্তাব রয়েছে।

- সামাজিক সুরক্ষা খাতে আগামী বছরের জন্য ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে সংশোধিত বাজেটের থেকে মাত্র ২ হাজার কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ডলারজনিত সংকটের জন্য উদ্বুদ্ধ অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্ব সরবরাহ চেইন প্রভাবিত হওয়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে দরিদ্র্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের সুবিধার জন্য যে ফ্যামিলি কার্ড ১ কোটি খানা বা পরিবারের কাছে বিতরণ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তবে সামাজিক সুরক্ষার অর্ন্তগত শহরের গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য টিসিবির যে ওএমএস বাবদ বরাদ্দ না কমিয়ে বাড়ানো দরকার ছিল। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হয়েছে এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা সাড়ে ৩ লাখ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির প্রধান্য দিয়ে প্রায় ২ লাখ ১০ হাজারের মত উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এতে করে সুবিধা বঞ্চিত মা ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করবে। তবে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির যে কার্যক্রম চলমান আছে তার বরাদ্দ এবং আওতা সম্প্রসারণ করা দরকার বলে মনে হচ্ছে। অন্যদিকে এতিম শিশুদের খোরাকি ভাতা জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৪,০০০ টাকায় উন্নীত করার হয়েছে যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আবার, চলমান পরিস্থিতির বিবেচনায় খাদ্য ভর্তুকি পরিমাণ প্রায় ১১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১৭০০ কোটি রাখা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে এই ভর্তুকি পরিমাণ আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে চলতি বছরের ন্যায় মোট বাজেটের ১৪.৭ শতাংশ দেয়া হয়েছে। গত ১০ বছর ধরেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। করোনার সময়ে শিক্ষাখাতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে বেশ কিছু বিষয় এই বাজেটে লক্ষ করা যাচ্ছে । প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য মূল ধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়া নিশ্চিত কল্পে একইভুত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে । এছাড়া মাঠ পর্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা চালমান রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সিড মানি হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এককালীন ২০ কোটি টাকা অনুদান দেয়া হবে।
- চলতি বছরের বাজেটের ন্যায় প্রস্তাব ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে ৫.৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটি জিডিপি'র অংশ হিসেবে মাত্র ০.৮২ শতাংশ। ফলে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিনিয়োগ বাড়ানো চাহিদা আরো বেড়ে যাচ্ছে। করোনার মধ্যে আমরা স্বাস্থ্যখাতের যে অবস্থা দেখেছি, তাতে করে স্বাস্থ্যখাতে গুণগত ও অবকাঠামোগত বিনিয়োগের উপর জোড় দেয়া উচিত ছিল। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগের কথা লক্ষ্যনীয়। যেমন করোনা মোকাবেলা ও সেই সর্ম্পকিত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংগঠিত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আগামী অর্থবছরেও স্বাস্থ্যখাতের জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারি মালিকানাধীন এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি গোপালগঞ্জে একটি টিকা উৎপাদন

ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। ইউনির্ভাসাল হেল্‌থ কভারেজ অর্জনের অংশ হিসেবে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন হলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সুবিধা হবে।

- ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বাবদ নাগরিকদের ব্যয় বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা কর প্রস্তাবের কারণে তৈরি হয়েছে তা নিয়ে দ্বিতীয় বার ভাবা দরকার। কারণ আমাদের দেশের তরুণ জনগোষ্ঠি এই প্রযুক্তির উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।
- অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কথা মাথায় রেখে এবং করোনা পরবর্তী কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১২ শতাংশ । পরিবহন খাতের উন্নয়ন ব্যয়ের অংশে নতুন কোন যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সর্তক থাকতে হবে। যাতে করে খরচ বেড়ে না যায়।

৮. উপসংহার

বিশ্বব্যাপি যে স্ট্যাগফ্লেশন (অর্থাৎ উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে যুগপৎ নিম্ন প্রবৃদ্ধি)-এর ফলে যে মন্দা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার প্রভাব আমাদের ওপরও পড়তে শুরু করেছে। দেশবাসীকে এই বার্তাটি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, আগামী অর্থবছরটি খুব চ্যালেঞ্জিং। তাই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য অর্থবছরের মাঝপথেও আমাদের নীতি-কৌশল বদলাতে হতে পারে। এমন পরিবর্তনের জন্য আমাদের সকল অংশীজনকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে যাদের আয় এরই মধ্যে ক্ষয় হয়ে গেছে, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা কাজ হারিয়েছেন তাদের পাশে সরকার খাদ্য সহায়তাসহ বাড়তি সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে হাজির থাকবে- এ কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে বাজেটের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বাজেট প্রণয়নে মাননীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সীমিত হলেও বাজেট সংসদে উপস্থাপনের পর আলোচনায় এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণে তাদের দায়িত্ব অনেক। কিন্তু এই আলোচনায় অংশগ্রহণে এবং বাজেট পরিবীক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে চাইলে প্রয়োজন বাজেটের খুঁটিনাটি এবং বরাদ্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।

তথ্যসূত্র:

1. United States Department of Agriculture (USDA) Economic Research Service (Link https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx)
2. Food Inflation, Trading Economics, (Link: https://tradingeconomics.com/country-list/food-inflation?continent=asia)
3. International Monetary Fund. "World Economic Outlook, April 2022: War Sets Back the Global Recovery." IMF, 19 Apr. 2022, www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022.

উন্নয়ন সমন্বয়

আমাদের সংসদ

‘ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্প-ডেস্ক’ এবং ‘আমাদের সংসদ’ প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

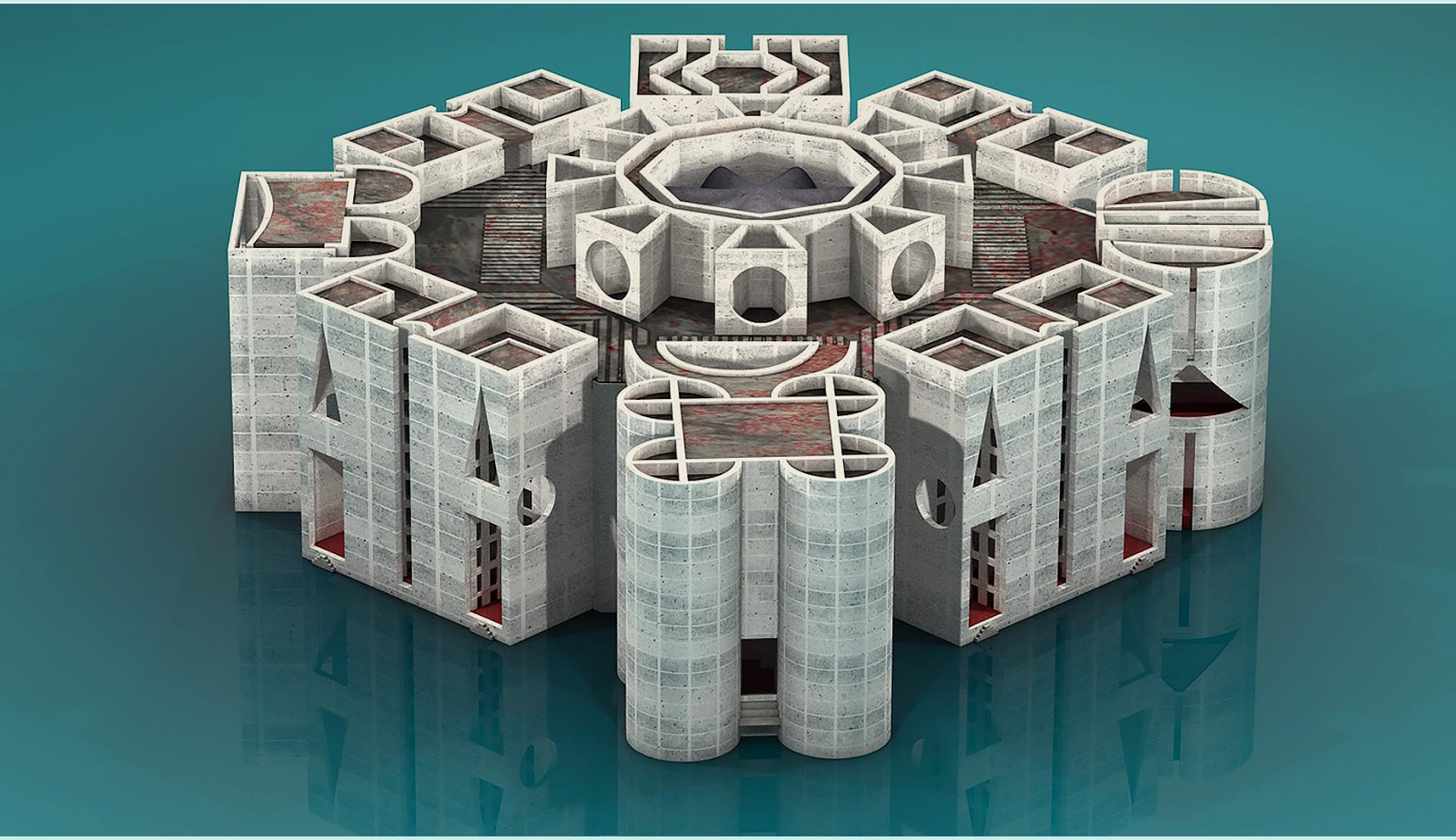

২৫-২৭ (৫ম তলা), হ্যাপি রহমান প্লাজা,
কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +8802-58610624; 09639-494444,
হোয়াটসএ্যাপ: 01724- 832559
ই-মেইল: info@unsy.org